ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 09 1999 ...
পৃষ্ঠা ...9... কলাম ...2...

# চ.বি. ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা, ছাত্রঐক্যের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন

চ.বি. সংবাদদাতা : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুনরায় বাস চালুর দাবিতে ছাত্রঐক্য নেতারা গত শনিবার ১নং গেটে ব্যারিকেড দিলে উপাচার্যসহ শিক্ষক-কর্মকর্তারা পায়ে হেঁটে ক্যাম্পাসে যেতে বাধ্য হন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শনিবার বিকালে জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠক করেছে।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র ঐক্যের পূর্বঘোষিত ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচির কারণে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বিকাল ৩টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে রিকশাসহ কোনো যানবাহন চলতে দেওয়া হয়নি। এমবিএ'র একটি পরীক্ষা ছাড়া শনিবার কোনো ক্লাস বা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। রোববারও ছাত্রঐক্যের একই কর্মসূচি অব্যাহত থাকে।

শনিবার সকালে ছাত্রঐক্যের নেতৃত্বে শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রী বৃষ্টির মধ্যে মিছিল করে কলাভবনে যায়। মিছিলটি বিজ্ঞান ভবন হয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। কর্তৃপক্ষ দাবি না মানা পর্যন্ত ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র পরিবহন বাস বন্ধের বিষয়টি নিয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা চলছে। একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাম না প্রকাশ করার শর্তে শনিবার ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, 'কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন, তবে ভুল পন্থায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বৈঠকে বসার আহ্বান জানালে ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখ্যা করেছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কর্তৃপক্ষ শনিবার বিকালে সিন্ডিকেটের জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছে।

এদিকে ছাত্রশিবির আজ সোমবার ক্যাম্পাসে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে।